দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 20/6/79 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 1 ...

208

কবি বন্দে আলী মিয়া

আমাদের সাহিত্যের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিদায় নিলেন। কবি বন্দে আলী মিয়ার মৃত্যুতে দেশ একজন কৃতী সন্তানকেই হারালো। কবি হিসাবে খ্যাতিমান এবং সমধিক প্রতিষ্ঠিত হলেও বন্দে আলী মিয়া ছিলেন সব্যসাচী লেখক, সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। কবি, কথাশিল্পী, নাটকার ও শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে তিনি তাঁর প্রতিভা ও রচনাশক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

বন্দে আলী মিয়া ছিলেন রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম বিশিষ্ট কবি, রবীন্দ্রানুসারিত তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা গেলেও, তিনি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন গ্রামীণ পরিবেশ ও গ্রামজীবন নির্ভর কবিতা রচনার জন্যে। তাঁর সুবিখ্যাত 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থে পদ্মাপারের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও গ্রামীনজীবন গভীর আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার সাথে রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথ 'ময়নামতীর চর' পাঠ করে কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন 'পদ্মাতীরের পাড়াগাঁয়ের এমন নিকটস্পর্শ বাংলা ভাষায় আর কোনো কবিতায় পেয়েছি বলে আমার মনে পড়ছে না। বাংলা সাহিত্যে তুমি বিশেষ স্থানটি অধিকার করতে পেরেছ বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের গ্রামজীবন ও গ্রামীন মানুষের সঙ্গে বন্দে আলী মিয়ার ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সেই পরিচয়ই বিধৃত হয়েছে তাঁর কাব্য-গ্রন্থে, বিষয়ানুসারে গ্রামীণ ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার এবং বাকবন্দ প্রয়োগেও তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনজীবন নির্ভর কাব্য রচনায় জসীমউদ্দীনেরও অগ্রণী বন্দে আলী মিয়া অবশ্য একনিষ্ঠভাবে এই ধারায় কাব্যচর্চা করেননি। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্যধারায়ও প্রভাবিত হয়েছেন। প্রেম ও প্রকৃতির কবিতায় প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের এবং জাতীয় চেতনামূলক ও ইসলামী ঐতিহ্যবিষয়ক কবিতায় নজরুলের প্রভাব বর্তেছে বন্দে আলী মিয়ার কবিতায়।

'ময়নামতীর চর' বন্দে আলী মিয়াকে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। 'অনুরাগ' 'লীলাসঙ্গিনী' 'মধুমালতী' তাঁর সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থ। পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যসাধনা করে বন্দে আলী মিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। মূলতঃ বড়দের লেখক হলেও শিশু-সাহিত্যেও ছিল তাঁর অনায়াস দক্ষতা। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটা বড় অংশই হলো শিশু-সাহিত্য। উপন্যাস, ছোট-গল্প, নাটক, প্রহসন, কাব্যগ্রন্থ, স্মৃতিকথা, রূপকথা ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থ-সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক। তাঁর রচিত সঙ্গীত এবং নাটক-প্রহসনের অনেক গ্রামোফোন রেকর্ডও রয়েছে।

কবি বন্দে আলী মিয়ার এই অবদান তাঁর আজীবন সাধনারই স্বাক্ষর-বাহী। তিনি ছিলেন অজস্রপ্রসূ ও জনপ্রিয় লেখক। সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি প্রায় দেড় যুগ আগেই বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন। আমৃত্যু-সাহিত্য সাধনায় নিবেদিত এই লেখকের অন্তর্ধানে আমাদের সাহিত্যের যে ক্ষতি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অমায়িক ও বন্ধুবৎসল। তাঁর ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাভিভূত। আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।